টোকিওর মতো পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়তে চায় সরকার: প্রধানমন্ত্রী

লেখক: Mohiuddin | প্রকাশিত: 28 October 2026, 08:45 PM | বিভাগ: জাতীয়



ঢাকাসহ সারা দেশকে জাপানের টোকিওর মতো পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, পরিবেশদূষণ রোধ, আবর্জনা অপসারণ, বায়ুর মান উন্নয়ন ও বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগানোর মাধ্যমে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় সরকার। তার মতে, প্রান্তিক ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যেসব সংস্কার সরাসরি ভূমিকা রাখে, সেগুলোই প্রকৃত সংস্কার। বুধবার জাপানের টোকিওর হোটেলে নিউ ওতানিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিশুদের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, বন্ধ শিল্পকারখানা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ঢাকার পরিবেশদূষণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি আজকে আমাদের সঙ্গে আসা একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, টোকিও কেমন দেখলা? সে বলল, রাস্তায়

কোনো ময়লা দেখি নাই।

আর ঢাকায় চারদিকে এত ময়লা।' তিনি বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিউজে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন, আমরা চেষ্টা করছি ঢাকাসহ সারা দেশেটাকে পরিচ্ছন্ন করতে। চারদিকে আমাদের অনেক আবর্জনা জমে গিয়েছে। নিউজে আমরা প্রায়ই দেখি, ঢাকা শহরের বায়ু দূষিত, খুব পলিউটেড। এটাকে একটু ভালো করা, ফিল্টার করা, বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো—এসব নিয়ে আমরা কাজ করছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেখুন, কোনো একটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে কি এসব কথাবার্তা আছে—কীভাবে পরিবেশটা ভালো করা যায়? চারদিকে এত ময়লা, এত আবর্জনা জমতে থাকলে আস্তে আস্তে মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে, তাই না? আবর্জনা থেকে জীবাণু, রোগ-অসুখ তৈরি হয়।

মানুষকে সুস্থ রাখতে হলে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, আবর্জনা ঠিকমতো সরাতে হবে। বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে এসব আলোচনা শুনেছেন, পরিকল্পনা দেখেছেন? নেই।' সাধারণ মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলাকে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসেবে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, 'মানুষ আবর্জনার জন্য হাঁটতে পারছে না, আবর্জনার কারণে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, দেশের বাতাস দূষিত হয়ে যাচ্ছে—এর চেয়ে ভালো সংস্কার কী হতে পারে?' তিনি বলেন, 'আমরা কোনো একটা পদক্ষেপে গ্রহণ করলে দেশের সন্তানরা, দেশের মানুষরা, মা-বোনরা, নারীরা সুস্থ থাকবে—এটাই আমার কাছে বড় সংস্কার মনে হয়। যদি আমরা টোকিওর মতো ঢাকা শহরকে ক্লিন করতে পারি, জাপানের মতো ক্লিন করতে পারি।'

প্রান্তিক মানুষের উপকার হয়, এমন সংস্কার চায় সরকার দেশে সরকারের সংস্কার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, যেসব সংস্কার বাস্তবায়িত হলে একেবারে প্রান্তিক মানুষ উপকৃত হবে, বিএনপি সরকার যাতে সেগুলো করতে না পারে, সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ আপনারা এখানে যারা আছেন, এই ঘরের বাইরেও ক্যামেরা ও অনলাইনের মাধ্যমে আমার কথা শুনছেন বা দেখছেন—দলমত-নির্বিশেষে সবার কাছে, প্রিয় বাংলাদেশি ভাই-বোনদের কাছে আমি এতটুকু বলব, আমি যদি এই সংস্কারকাজগুলো করতে পারি, তাহলে আপনি বা আপনার সন্তানরা ভালো থাকবেন, উপকার পাবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'তাহলে যারা সরকারের এই কাজগুলো বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের বিষয়ে আপনাদের অবস্থান কী হবে? সমর্থনটা কাকে দেবেন? সমর্থনটা এ জন্য চাইছি—আমি বলছি না যে ভোট দেন। কাজগুলো যদি মনে করেন, আমরা সঠিক করার চেষ্টা করছি, তাহলে কাজগুলোকে সমর্থন দেন। অন্তত কাজগুলো আমরা করতে পারি।' এ সময় উপস্থিত প্রবাসীরা তুমুল করতালির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশই বড় সংস্কার প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসহ যেসব সংস্কারের কথা তিনি বলছেন, সেগুলোর সুফল সমাজের সব শ্রেণি-পেশার

মানুষ পাবনে।

একজন রকিশাচালক, সএিনজচিালক, ধনী-গরবি, চকিৎিসক, আইনজীবী, চাকরজিীবী, ব্যবসায়ী কংিবা শকি্ষক—প্রত্যকেইে এসব উদ্যোগরে মাধ্যমে উপকৃত হবনে। তারকে রহমান বলনে, 'আমি একবারও বলছি না, যসেব ব্যক্তি সংস্কার-সংস্কার বলতে পত্রপত্রকিা গরম করনে, তাদরে বক্তৃতায় যসেব সংস্কাররে কথা আসে, সগেুলো বাস্তবায়তি হলে কারও উপকার হবে না বা দশেরে উপকার হবে না, হবে। কন্তিু সগেুলো পরবির্ততি হলে কতসংখ্যক মানুষ উপকৃত হবনে? হাতে গোনা কছিু মানুষ উপকৃত হবনে।' সংস্কাররে অগ্রাধকিার ব্যাখ্যা করে তনিি বলনে, 'সংস্কার বলতে একজন রাজনীতবিদি হসিবেে আমি সইে সংস্কারকইে বুঝি, যে সংস্কাররে সুবধিা আমার প্রান্তকি মানুষটা পায়। সংস্কার অনকে ধরনরে আছে।

এয়ারকন্ডশিন রুমরে সংস্কারও আছে, আর খটেে খাওয়া মানুষরে জীবন একটু ভালো করার জন্য সংস্কারও আছে।' প্রধানমন্ত্রী বলনে, 'যহেতেু আমরা মানুষরে কাছে ভোটরে জন্য যাই, সজেন্য আমার কাছে অগ্রাধকিার হচ্ছে খটেে খাওয়া মানুষরে জন্য এমন কাজ করা, যাতে তার জীবনটা একটু ভালো হয়। সইে সংস্কাররে কাজ করতে হলে আপনাদরে সবার সহযোগতিা আমার প্রয়োজন।'

দশেরে গণতান্ত্রকি মানুষরে সহযোগতিা পলেে বাংলাদশেকে কাঙ্ক্ষতি রাষ্ট্র হসিবেে গড়ে তোলা সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করনে তনিি। তারকে রহমান বলনে, 'আপনাদরে সবার সহযোগতিা যদি থাকে, দশেরে প্রত্যকেটি গণতান্ত্রকি মানুষরে সহযোগতিা যদি থাকে, ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদরে এই বাংলাদশেকে, আমাদরে কাঙ্ক্ষতি বাংলাদশেে গড়ে তুলতে পারব।' এ জন্য সবাইকে পরশ্রিম, ধরৈ্য ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানয়িে প্রধানমন্ত্রী বলনে, 'আমাদরে এ জন্য পরশ্রিম করতে হবে, ধরৈ্য ধারণ করতে হবে এবং একসঙ্গে থকেে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আপনাদরে কাছে এই সহযোগতিা চাইছি, দোয়া চাইছি। সকলে ইনশা আল্লাহ ভালো থাকবনে।'



সামাজকি যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা নয়িে বক্তব্য

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হসিবে জাপান সফরে আসা আমার জনতা পার্টরি সদস্যসচবি মো. তারকে রহমানকে নয়িে সামাজকি যোগাযোগমাধ্যমে ব্যঙ্গ-বদ্রিূপরে সমালোচনা করনে প্রধানমন্ত্রী। তনিি বলনে, ‘এই যে এখানে আম তারকে আছ, তাকে নয়িে নানা সমালোচনা হচ্ছে সামাজকি যোগাযোগমাধ্যম। অথচ দশেরে নানা সমস্যা নয়িে কারও কোনো কথা নইে।’

শশিুদরে বকিাশ, ব্যবসা ও কর্মসংস্থান নয়িে আলোচনা

অনুষ্ঠানে প্রবাসীদরে বভিন্নি প্রশ্নরে জবাবে প্রধানমন্ত্রী জাপানি ভাষা শকিষ্া, স্বাস্থ্যসবো, খলোধুলাসহ বভিন্নি মাধ্যমে শশিুদরে গড়ে তোলা, ব্যবসা-বাণজি্য সহজ করা, বন্ধ শলি্পকারখানা চালু, বনিয়িোগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টরি বষিয়ে সরকাররে পরকিল্পনা তুলে ধরনে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মণিী জুবাইদা রহমান, অর্থমন্ত্রী আমরি খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থ ও পরকিল্পনা উপদষ্টো রাশদে আল মাহমুদ তত্মিীর, বসোমরকি বমিান চলাচলমন্ত্রী রশদিুজ্জামান মলি্লাত, জ্বালানি প্রতমিন্ত্রী অনন্দি্য ইসলাম অমতি এবং বনিয়িোগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষরে চয়োরম্যান আশকি চৌধুরীসহ সফরসঙ্গীরা উপস্থতি ছলিনে। বএিনপরি নর্বিাহী কমটিরি সদস্য আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করনে।

অনুষ্ঠানে জাপান বএিনপরি পক্ষ থকেে প্রধানমন্ত্রী তারকে রহমান ও তার সহধর্মণিী জুবাইদা রহমানকে আলোকচত্রি উপহার দওেয়া হয়। শকিষ্ার্থী মো. নলিয়সহ কয়কেজন প্রবাসী ও শকিষ্ার্থী

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করনে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।